

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

73007 - ভালবাসা দবিস উদযাপন করার বধিান

প্রশ্ন

ভালবাসা দবিসরে বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বশ্বি ভালবাসা দবিস পালন একটরিমোন জাহলে উৎসব। রমোনরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দবিস পালনরে প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্ররি মৃত্যুদণ্ডরে সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বধির্মীরা এখনো এ দবিসটি পালন করে, ব্যভচার ও অনাচাররে মধ্যে তারা এ দবিসটি কাটিয়ে থাকে।

দুই:

কোন মুসলমানরে জন্য কাফরেদরে কোন উৎসব পালন করা জায়েয নয়। কেনো উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় বিষয়। এ ক্ষেত্রে শরয়ি নর্দিশেনার এক চুল বাইরে যাওয়ার সুযোগ নহে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় অনুশাসন, ইসলামী আদর্শ ও ইবাদতরে অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমাদরে প্রত্যেকেকে আমি আলাদা শরয়িত ও মনিহাজ (আদর্শ) দিয়েছি”। তিনি আরও বলেন: “প্রত্যেকে উম্মতরে জন্য রয়েছে আলাদা শরয়িত দিয়েছি; যা তারা পালন করে থাকে” যমেন- কবিলা, নামায, রোজা। অতএব, তাদরে উৎসব পালন ও তাদরে অন্যসব আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। কারণ তাদরে সকল উৎসবকে গ্রহণ করা কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদরে কিছু কিছু জনিসি গ্রহণ করা কিছু কিছু কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। বরং উৎসবগুলো প্রত্যেকে ধর্মরে স্বতন্ত্র বশেষিট্য এবং ধর্মীয় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, এটি গ্রহণ করা মানে কুফররে সবশিষে অনুশাসন ও সবচয়ে প্রকাশ্য আলামতরে ক্ষেত্রে তাদরে অনুসরণ করা। কোন সন্দেহ নহে যে, এ ক্ষেত্রে তাদরে অনুকরণ করা মানে কুফররে অনুকরণ করা।

এর সর্বনম্ন অবস্থা হচ্ছে- গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দকি ইঙ্গতি দিয়ে বলেন: “নশিচয় প্রত্যেকে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কওমরে উৎসব রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদ বা উৎসব”। এটি যুনার (জমিদিরে বশিষে পোশাক) বা এ বজাতদিরে বশিষে কোন আলামত গ্রহণ করার চয়ে অধিক নকিষ্ট। কেননা এ ধরনের আলামত কোন ধর্মীয় বিষয় নয়; বরং এ পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুমনি ও কাফরেরে আলাদা পরিচয় ফুটিয়ে তোলা। পক্ষান্তরে তাদের উৎসব ও উৎসব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একান্ত ধর্মীয়; যে ধর্মকে ও ধর্মাবলম্বীকে লানত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা আল্লাহর আযাব ও গজব নাযলির কারণ হতে পারে।[ইকতিদাউস সরাতিলি মুস্তাকমি ১/২০৭]

তনি আরও বলেন: “কোন মুসলমানের জন্য তাদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুই ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। যমেন, খাবার দাবার, পোশাকাদি, গোসল, আগুন জ্বালানো অথবা এ উৎসবের কারণে কোন অভ্যাস বা ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি। এবং কোন ভোজানুষ্ঠান করা, উপহার দেওয়া, অথবা এ উৎসব বাস্তবায়নে সহায়ক এমন কিছু বচোবকির করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদের উৎসবে শিশুদেরকে খেলেতে যেতে দেওয়া এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়যে নয়।

মোদদাকথা, বধিরমীদের উৎসবের নদির্শন এমন কিছুতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য জায়যে নয়। বরং তাদের উৎসবের দিন মুসলমানদের নকিট অন্য সাধারণ দিনের মতই। মুসলমানরা এ দিনটিকে কোনভাবে বশিষেত্ব দিবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৯৩)]

হাফযে যাহাবী বলেন: খ্রিস্টানদের উৎসব বা ইহুদদের উৎসব যেটা তাদের সাথে খাস এমন কোন উৎসবে কোন মুসলমান অংশ গ্রহণ করবে না। যমেনভাবে কোন মুসলমান তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ও কবিলাকে গ্রহণ করে না।[তাশাব্বুহুল খাসসি বা আহললি খামসি, মাজাল্লাতুল হকিমা (৪/১৯৩)]

শাইখুল ইসলাম যে হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন সে হাদিসটি সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: একবার আবু বকর (রাঃ) আমার ঘরে এলেন। তখন আমার কাছে আনসারদের দুইটি বালিকা ছিল। বুআসরে দিন আনসারগণ যে পংক্তিমিলা বলছিলেন তারা সেগুলো দিয়ে গান গাইছিল। আয়শো (রাঃ) বলেন: ময়ে দুইটি গায়িকা ছিল না। তা দেখে আবু বকর (রাঃ) বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে শয়তানের বীনা! সদিন ছিল ঈদের দিন। তাঁর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে আবু বকর, প্রত্যকে জাতরি উৎসব থাকে। এটা আমাদের উৎসবের দিন।

সুনানে আবু দাউদ এ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনায় আগমন করলেন তখন মদনাবাসী বশিষে দুইটি দিনে খলোধুলা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ দুইটি দিনের হাকিকত কি? তারা বলল: জাহলী যুগে আমরা এ দুইটি দিনে খলোধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ওয়া সাল্লাম বললেন: “নশিচয় আল্লাহ তমোদরেকে এ দুইটিদিনেরে চয়ে উত্তম দুইটিদিন দয়িছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফতির।” আলবানী হাদিসটিকে সহহি বলছেন। এটি প্রমাণ করে ঈদ বা উৎসব প্রত্যকে জাতরি একটা স্বতন্ত্র বশৈষ্টিয়। সুতরাং কোনে জাহলে উৎসব বা মুশরকিদরে উৎসব পালন করা জায়যে নয়।

ভালবাসা দবিস পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ ফতোয়া দয়িছেন:

১। এ বিষয়ে শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়ছিল প্রশ্নটি নিম্নরূপ:

-সম্প্রতি ভালবাসা দবিস উদযাপন করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করছে; বিশেষতঃ ছাত্রীদরে মাঝে। এটি একটা খ্রিস্টান উৎসব। এ দিনে লাল বশে ধারণ করা হয়। লাল পোশাক ও লাল জুতা পরধান করা হয়। লাল ফুল বনিমিয় করা হয়। আমরা এ ধরণের উৎসব পালন করার শরয়ি বিধান জানতে চাই এবং এ ধরণের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে মুসলমানদরে জন্য দকি নরিদশেনা প্রত্যাশা করছি? আল্লাহ আপনাকে হফেযত করুন।

তনি উত্তরে বলেন: ভালবাসা দবিস পালন নমিনোক্ত কারণে জায়যে নয়

এক. এটি একটা বিদআতি উৎসব; শরয়িতে এর কোনে ভিত্তি নাই।

দুই. এটি মানুষকে অবধৈ প্রমে ও ভালবাসার দকি আহ্বান করে।

তনি. এ ধরনের উৎসব মানুষেরে মনকে সলফে সালহেনিদরে আদর্শেরে পরপিন্থী অনর্থক কাজে ব্যতবিযস্ত রাখে।

সুতরাং এ দিনেরে কোনে একটা নিদির্শন ফুটিয়ে তোলা জায়যে হবে না। সে নিদির্শন খাবার-পানীয়, পোশাকাদি, উপহার-উপঢ়টকন ইত্যাদিযে কোনে কছির সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কেনে।

মুসলমানেরে উচতি তার ধর্মকে নিয়ে গর্ববোধ করা। গড়ালকি প্রবাহে গা ভাসয়ি না দয়ো। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি তনি যনে মুসলমি উম্মাহকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফতিনা থেকে হফেযত করনে এবং তনি যনে আমাদরে অভভাবকত্ব গ্রহণ করনে, আমাদরে তাওফকি দান করনে।[শাইখ উছাইমীনেরে ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৯৯)]

২। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়ছিল: কছি কছি মানুষ প্রতি বছর ঈসায়ী সনরে ১৪ ফব্রুয়ারি ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইনস ডে) পালন করে থাকে। এ দিনে তারা লাল গোলোপ বনিমিয় করে, লাল পোশাক পরধান করে, একে অপরকে শুভচ্ছা বনিমিয় করে। কছি কছি মষ্টিরি দোকান লাল রঙেরে মষ্টিটিরী করে, এর উপরে ‘লাভ চহ্ন’ অংকন করে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কিছু কিছু দোকান এ দিনে জন্য তরী বশিষে বশিষে সামগ্রীগুলোর বজিঞাপন প্রচার করে থাকে। সুতরাং নমিনোকত বিষয়ে আপনাদেরে অভিমত কি:

এক: এ দিনটি পালন করার বধিান কি?

দুই: এ দিন উদযাপনকারী দোকান থেকে কনোকাটা করার বধিান কি?

তনি: এ দিনে যারা উপহার বনিমিয় করে থাকে তাদেরে কাছে এসব উপকরণ বকিরি করার বধিান কি?

উত্তরে তারা বলনে: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দললি ও সলফে সালহেনিরে ইজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া যত উৎসব আছে সে উৎসব কোন ব্যক্তকিনেদ্রকি হোক, দলকনেদ্রকি হোক, কোন ঘটনাকনেদ্রকি হোক অথবা বশিষে কোন ভাবাবেগকনেদ্রকি হোক সেগুলো বদিআত। মুসলমানদেরে জন্য সসেব উৎসব পালন করা, তাতে সম্মতদিয়ো, এ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা অথবা এক্ষতেরে সহযোগতি করা নাজায়যে। কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নরিধারতি সীমা লঙ্ঘনেরে শামলি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়ো সীমা লঙ্ঘন করে সে নজি আত্মার উপরই জুলুম করে। এর সাথে এ উৎসব যদি কাফরেদেরে উৎসব হয়ে থাকে তাহলে এটি এক গুনাহর সাথে আরও একটি গুনাহর সম্মলিন। কারণ এ উৎসব পালনেরে মধ্যে কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্য ও তাদেরে সাথে মতিরতা গ্রহণেরে বাস্তবতা পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিাবে তাদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও তাদেরে মতিরতা গ্রহণ থেকে নষিধে করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাবেস্ত হয়েযে যে, তনিবিলনে: “যে ব্যক্তি কোন কওমেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরে দলভুক্ত”। ‘বশিব ভালবাসা দবিস’ সম্পর্কে বলা হয়- এটি পটৌতলকি ও খ্রিস্টান ধর্মেরে উৎসব। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বশিবাসী কোন মুসলমানেরে জন্য এ দবিস পালন করা, এটাকে সমর্থন করা অথবা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা জায়যে হবো না। বরং মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং আল্লাহর গজব ও শাস্তরি কারণসমূহ থেকে দূরে থাকার নমিত্তি এটি বর্জন করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে এ গ্রহতি দবিস উদযাপনে কোন ধরনের সহযোগতি করা থেকে বঁচে থাকা। যমেন-পানাহার, বচোবকিরি, কনোকাটা, পণ্যপ্রস্তুত, উপহার বনিমিয়, পত্র বনিমিয়, বজিঞাপন প্রদান ইত্যাদি যে কোন প্রকারের সহযোগতি হোক না কনে সসেব থেকে বঁচে থাকা। কারণ এ ধরনের সহযোগতি গুনাহর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরে সীমালঙ্ঘনেরে ক্ষতেরে সহযোগতি করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলনে: “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যরে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনেরে ব্যাপারে একে অন্যরে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নশিচয় আল্লাহ কঠোর শাস্তদিাতা।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ২] একজন মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা; বশিষেতঃ ফতিনা-ফাসাদেরে সময়। মুসলমানেরে উচতি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যাদরে উপর আল্লাহ লানত পড়ছে, যারা পথভ্রষ্ট, যারা পাপাচারী- আল্লাহকে সম্মান করে না, ইসলামের সম্মান চায় না এ সকল মানুষেরে বিভিন্নভাবে ব্যাপারে সচতেন থাকা। মুসলমানেরে দায়িত্ব আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে তাঁর নিকট হদ্যেতে জন্ম ও এর উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন হদ্যেতেদাতা নহে, তিনি ছাড়া অটল রাখার কটে নহে। তিনি পবিত্রময়, তিনিহি তাওফিকদাতা। আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। সমাপ্ত।

৩। শাইখ জবিরীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল

আমাদরে যুবক-যুবতীর মাঝে ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইন ডে) পালনের রেওয়াজ বস্তিতার লাভ করছে। ভ্যালেন্টাইন হচ্চে- একজন পাদ্রির নাম। খ্রিস্টানরো এ পাদ্রিকে সম্মান করে থাকে এবং প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ এ দবিসটি উদযাপন করে, উপহার-উপঢৌকন ও লাল গোলাপ বনিমিয় করে থাকে, লাল রঙের পোশাক পরিধান করে থাকে। এ দবিসটি পালন করার শরয়ি বধিান কী? অথবা এ দিনে উপহার বনিমিয় ও আনন্দ প্রকাশ করার বধিান কী?

জবাবে তিনি বলেন:

এক. এ ধরণেরে বদিআতি উৎসব পালন করা নাজায়ে। এটিনবউদ্ভাবতি বদিআত। শরয়িতে এর কোন ভিত্তিনহে। এটি আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসিরে বধিানের আওতায় পড়বে যে হাদসি এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদরে দ্বীন বা শরয়িতরে মধ্যে এমন কিছু চালু করবে যা এতে নহে সটে প্রত্যাখ্যাত।”

দুই. এ দবিস পালনেরে মধ্যে কাফেরদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, তারা যে বিষয়কে মর্যাদা দেয় সটোককে মর্যাদা প্রদান, তাদেরে উৎসবেরে প্রতি সম্মান দেখানো এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার অর্থ পাওয়া যায়। হাদসি এসছে- “যে ব্যক্তি বিজিতদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরে দলভুক্ত।”

তিনি. এ দবিস পালনেরে মধ্যে অনেকে ক্ষতকির ও গ্রহতি বিষয় রয়েছে। যমেন- খেলোমশা করা, গান করা, বাঁশী বাজানো, গটির বাজানো, বপেদা হওয়া, বহোয়াপনা, নারী-পুরুষেরে অবাধ মলোমশো, গায়রে মোহরমে পুরুষেরে সামনে নারীদেরে প্রদর্শনী ইত্যাদি হারাম কাজ এবং ব্যভিচারেরে উপকরণ ও সূচনাগুলো এ উৎসবে ঘটে থাকে। এটাকে জায়েযে করার যুক্তি হিসেবে চিত্ত বনিদোনেরে যে কারণ দর্শানো হয় বা রক্ষণশীল থাকার দাবী করা হয় সটো অমূলক। যে ব্যক্তি নিজেরে কল্যাণ চায় তার উচিত গুনাহর কাজ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

তিনি আরও বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অতএব, যদি বক্রিতো জানতে পারে যে, ক্রতো এ উপটৌকন ও গোলাপ ফুল কনি এ দবিস উদযাপন করবে, কাউকে উপহার দবি অথবা এ দবিসগুলোর প্রতী সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে ক্রতোর কাছে এগুলো বক্রি করা নাজায়যে; যাতে করে বক্রিতো এই বদিআত সম্পাদনকারী ব্যক্তির সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।